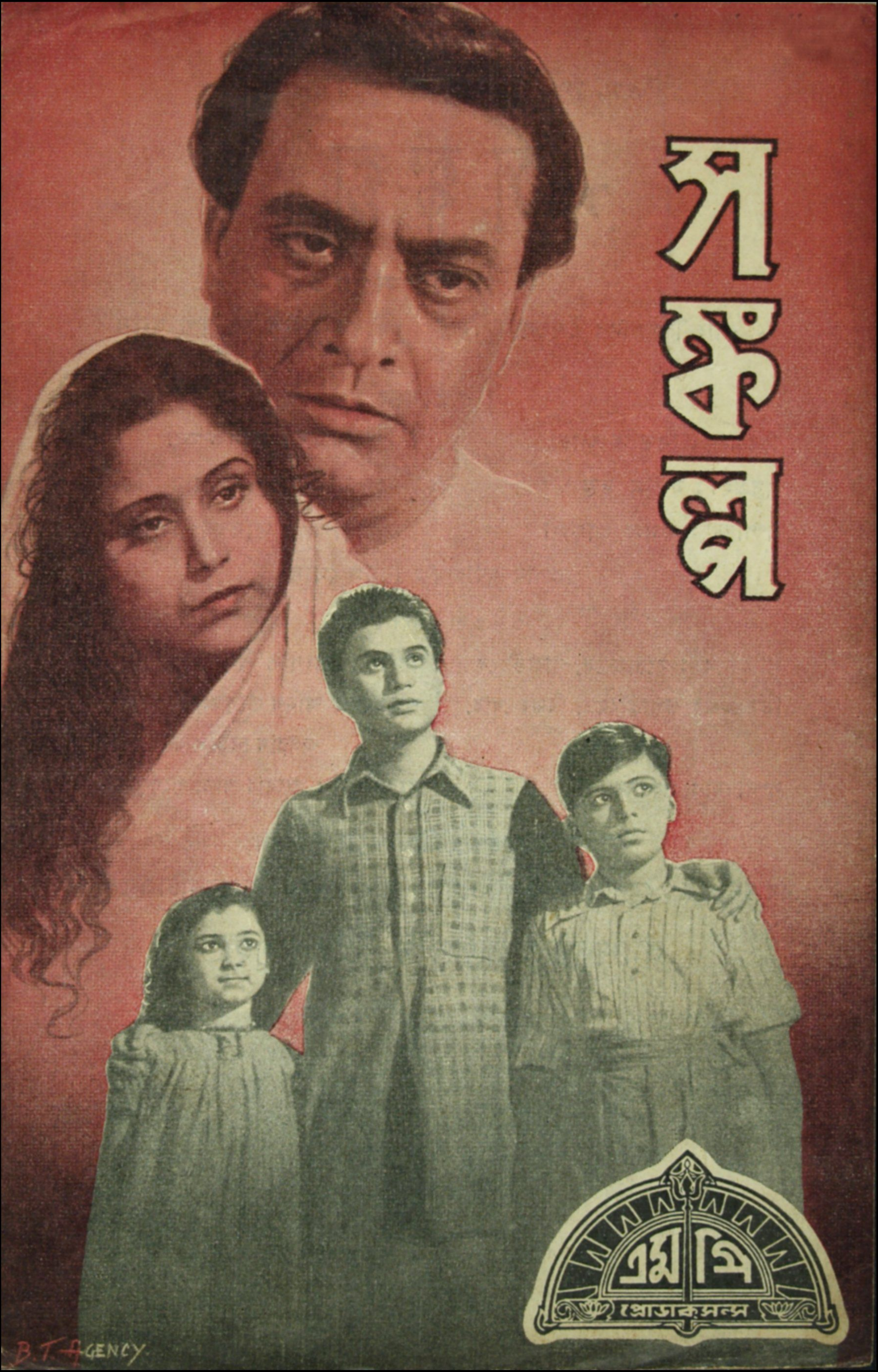
সঙ্কল্প
এম পি
প্রোডাকসন্স
B.T. AGENCY

এম, পি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন—

★ সঙ্কল্প ★

পরিচালনা : অগ্রদূত

কাহিনী ও গান : শৈলেন রায় সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

: কর্ম্মীসঙ্ঘ :

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা শিল্প-নির্দ্দেশ : তারক বসু

শব্দগ্রহণ : যতীন দত্ত দৃশ্য-সজ্জা : সুধীর খান

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী ব্যবস্থাপনা : তারক পাল

প্রধান-কর্ম্মাধ্যক্ষ : বিমল ঘোষ

: সহকর্ম্মীগণ :

পরিচালনা : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে সঙ্গীত : উমাপতি শীল

চিত্রগ্রহণ : সুশান্ত মৈত্র, বিজয় ঘোষ, সাধন রায় শব্দগ্রহণ : অনিল তালুকদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : পঞ্চানন চন্দ্র ব্যবস্থাপনা : সুবোধ পাল, পূর্ণেন্দু মুখোঃ

স্থির-চিত্রগ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

রসায়নাগার : মেসার্স ফিল্ম সার্ভিসেস : আবহসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

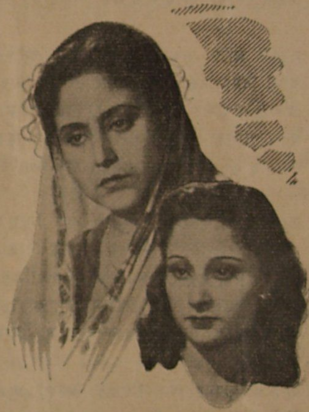

কাকা সত্যপ্রসন্নের আদেশ-অনুরোধ কিছুই ভূবনমোহনকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারলো না। এম·এ পাশ করে শিক্ষক সে হবেই।

এই আদর্শবাদের জন্যে তাকে ছাড়তে হলো অপুত্রক সত্যপ্রসন্নের অপরিসীম স্নেহ, বিপুল বৈভব— আর তাঁর আশ্রয়। তাকে ফেরাবার জন্যে বৃদ্ধ নিবারণ নায়েবের অনেক অনুনয় বিনয়ও ব্যর্থ হ'লো।

এর অনেক বছর পরে। ভূবনমোহন তার মাষ্টারী জীবনের সপ্তম স্বর্গে উপনীত। গুণবতী স্ত্রী অমলা, ছুটি ছেলে উদয়ন আর সমীরণ, আর মোমের পুতুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়ে রমলা, এই নিয়ে তার সংসার। সংসারের সুখ-শান্তি সবই সে পেয়েছে। কিন্তু এই সুখটুকু অর্জ্জন করতে তাকে ক'রতে হয় অপরিসীম পরিশ্রম। ঘড়িকে প্রয়োজনের বেশী দম দিতে গেলে সে হয় বিকল। ভূবনেরও তাই হ'লো। একদিন রাত্রে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ী ফিরে সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্যে ঘূণ ধরেছে।

সারারাত জেগে ভূবন দুঃস্বপ্ন দেখে—তার অবর্ত্তমানে অমলা আর ছেলেমেয়েদের কী হবে। একটা জীবন বীমা করতে গিয়ে সে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো—স্বাস্থ্যের এ অবস্থায় বীমা হয় না। ডাক্তার বন্ধু বললেন—বাঁচতে হ'লে ক'লকাতা ছেড়ে যাও। যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে রুগ্ন স্বামীর হাত ধরে অমলা এসে উঠলো রাধিকাপুরে।

অনাত্মীয়, নির্ব্বান্ধব জায়গায় এসে অমলার বিপদ বাড়লো বই কমলো না। তবু প্রতিবেশিনী দয়াময়ীর সাহায্যে অমলার চলে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। একে একে তার অলঙ্কার, আভরণ সবই গেলো। ছিন্ন বসন

সেলাই ক'রে প'রে আর আধপেটা খেয়ে তাদের চলতে লাগলো ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম। একরত্তি মেয়ে রমাকে বঞ্চিত ক'রেও ভুবনমোহনকে একটু দুধ খাওয়াতে হয়।

বাড়ী ভাড়ার তাগাদা নিয়ে চিঠি এলো। ভুবনমোহন দেখে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো—আরে, এ যে বিমানবিহারীর সই! দয়াময়ীর কাছেও খবর পাওয়া গেলো যে বিমানবিহারীই বাড়ীওয়ালা অতীন্দ্রনাথের এষ্টেটের ম্যানেজার। বিমানবিহারী ভুবনমোহনের পিসতুতো বোন প্রমোদিনীর স্বামী।

মৃত্যুর আগে ভুবনমোহনের প্রতি অভিমানে সত্যপ্রসন্ন প্রমোদিনী আর তার স্বামী বিমানবিহারীকেই বিষয় সম্পত্তি দিয়ে যান। তবে স্নেহ-কাতর বৃদ্ধ উইলে এ সর্ত্ত রাখতেও ভোলেননি যে যদি কোনো দিন ভুবনমোহন বা তার পরিবারবর্গের খবর পাওয়া যায় তবে সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রমোদিনীরা তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা ছাড়া আরো একজন এসর্ত্তের কথা জানতেন—তিনি নিবারণ নায়েব।

তাই বড়ো ছেলে উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে অমলা যখন প্রমোদিনীদের বাড়ীতে দেখা করতে গেলো তখন তাদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। বড়লোক আত্মীয়ের দুয়ার থেকে শুধু যে অমলাদের অপমানিত হ'য়ে ফিরতে হলো তাই নয়, প্রমোদিনী আর বিমানবিহারীর তখন থেকে চেষ্টা হ'লো কী ক'রে সম্পত্তির এই ভাগীদারদের এখান থেকে সরানো যায়।

এদিকে ভুবনমোহন নিজের অবস্থা দেখে বুঝতে পারে যে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। অমলাকে কাছে ডেকে বলে—জানো, স্কুল মাষ্টারদের জীবনটাই হতভাগা! আর হতভাগিনী তাদের স্ত্রীরা। কতো বড়ো দায়িত্বই না তোমার ওপরে চাপিয়ে যাচ্ছি। আমার অবর্ত্তমানে এই সব নাবালক শিশুদের তোমাকেই মানুষ ক'রে তুলতে হবে। ওদের মানুষ ক'রে গড়ে তোলাই আমার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প ছিলো।

বাইরের পৃথিবীতে কাল-বৈশাখীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে গাছের পাতা ঝড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ একখানা কালো মেঘ পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে ফেলে। অমলার বুকফাটা আর্ত্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রি সচকিত হ'য়ে ওঠে—ওগো শুনে যাও তোমার ছেলে-মেয়েদের আমি মানুষ ক'রে তুলবো—তোমার সঙ্কল্পই আমার সঙ্কল্প!

সুরু হ'লো অমলার অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ।

নিবারণ নায়েব এদের খবর পেলে অর্দ্ধেক সম্পত্তি হাতছাড়া হ'বে এই ভয়ে বিমানবিহারী ভাড়া বাকীর সুযোগে এদের সরাবার জন্যে চালালো উৎপীড়ন। কিন্তু জমিদার অতীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে এ যাত্রা অমলারা রক্ষা পেলো।

বাড়ী বাড়ী সেলাই ক'রে আর ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে অমলার দিন চলতে লাগলো। এতো দুঃখের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের মানুষের মতন ক'রে গড়ে তোলার লক্ষ্য তার ভ্রষ্ট হয় না।

দুঃখের কঠিন পাঠে এই শিক্ষা। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু টাকা হাতে আসতে অমলা ছোটে তার বাড়ী ভাড়ার ঋণ শোধ ক'রতে। অতীন্দ্রনাথের কোনো বাধাই সে শোনে না—ঋণ সে রাখবে না। এদিকে কচি ছেলেমেয়েরা শুকনো রুটি খেতে না পারলে তাদের শেখায় সহ্য করতে, বলে—আমরা বড়ো গরীব, দুদিন পরে হ'য়তো এও জুটবে না!

উদয়ন মায়ের আর ছোটো ভাই বোনের কষ্ট দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কোনো কূল কিনারা না পেয়ে শেষে অতীন্দ্রনাথের-ই মিলে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়। বেয়ারার কাজ। পোষাক প'রতে তার চোখে জল আসে—তবু সে নিজেকে আর মা'কে প্রবোধ দেয় বিশ্বের জ্ঞানী গুণীদের কথা ব'লে—সেক্সপীয়রকেও একদিন ঘোড়ার লাগাম ধরতে হ'য়েছিল, এডিসন-কে তারই মতো বেয়ারার কাজ করতে হয়েছে—আর ঈশ্বরচন্দ্রকে কী দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই না হ'তে হ'য়েছে বিদ্যাসাগর। দয়াময়ীও বলেন—দুঃখের আগুনে না পুড়লে কী কেউ মানুষ হয় মা!

উদয়নও মানুষ হ'তে লাগলো দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষনে লোভ-ভয়কে অতিক্রম ক'রে। বাড়ীতে একাদশীর পরে উপবাসিনী মা, আর আফিসে মালিকের টেবিলের উপরে প'ড়ে আছে প্রাচুর্য্যের অবহেলায় উপেক্ষিত একখানি নোট। মার মুখে একটু অন্নজল দেবার কী মধুর সম্ভাবনা! উদয়ন বিচলিত হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রনাথ

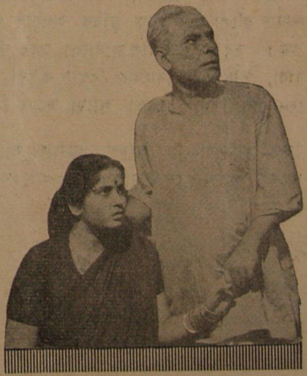

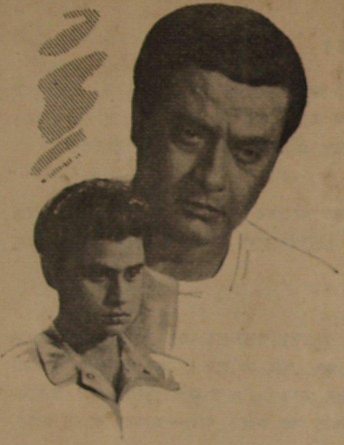

ঘরে ঢুকতেই উদয়ন অকপটে তার দুর্ব্বলতার কথা স্বীকার করে ব'সলো। মুগ্ধ অতীন্দ্রনাথ তার উন্নতির ব্যবস্থা করলেন।

অতীন্দ্রনাথের বাড়ীতে উদয়নেরই সমবয়সী পঙ্গু ছেলে শোভনলাল আর কিশোরী কন্যা মাধুরী। বেয়ারা উদয়ন চিঠি পৌছে দিতে গিয়ে শোভনের পড়ায় ভুল সংশোধন ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গুণগ্রাহী অতীন্দ্রনাথ তার আরো উন্নতির ব্যবস্থা করে দিলেন—আর উচ্চ বংশের সন্তান বুঝতে পেরে নিজের সাথী-হীন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিলেন। তিনি জানতেন এতে তাদেরও শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি হবে। এই তিনটি কিশোর কিশোরীদের মধ্যে হলো প্রগাঢ় প্রীতির সূত্রপাত।

মঙ্গলের পথে অন্তরায়ও অনেক। উদয়নের এ অন্তরায় বিমানবিহারী আর তার ছেলে রণেন্দ্র। রণেন্দ্র এই মিলেই কাজ করে। উদয়ন বার বার সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে তাদের আঘাত ব্যর্থ করে। সে এখন আর বেয়ারা নয়, মিল-ম্যানেজার বিকাশের পরেই তার স্থান। বিমানবিহারী আর রণেন্দ্রের আক্রোশ এতে বাড়লো বই কমলো না। শেষে উদয়নকে তাদের চক্রান্তজালে পড়তে হ'লো এক চেক চুরির অপবাদ ঘাড়ে নিয়ে। সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। তবু শোভনলাল জানালো তার তীব্র প্রতিবাদ, আর মাধুরী কেঁদে বললে বাবা, তুমি কী আমাকেও বিশ্বাস ক'রো না! মেয়ের চোখের জলে অতীন্দ্রনাথ যেন শুধু বিশ্বাস ছাড়া আরো অনেক কিছু দেখতে পেলেন।

কিন্তু ভুবনমোহনের আদর্শ, অমলার সাধের সঙ্কল্প কী এমনি ক'রেই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবার পথে এ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উদয়ন কেমন করে সরাবে!

★ ★ ★ ★

সঙ্গীতাংশ

পাখী আর ফুল বলে—কে তুমি!
কে গো তুমি!—বাঁশরী সুধায়।
ফাগুন কহিল—রহি গন্ধে,
গানে আর সুরের ক্ষুধায়!
আমি মধু-মলয়ার হিন্দোল
লতা আর ফুলে ফুলে দিই দোল—
পলাশে পিয়ালে আমি জাগি রে
বিহগের গানের কুলায়!

শুধাল ভ্রমর করি গুন গুন,
কে বা তুমি? —আমি যে ফাগুন,

কৃষ্ণ চূড়ার শ্যাম শাখাতে
রঙের আগুন আমি জ্বালাতে
করবীর অনুরাগে জাগি রে—
ভালোবেসে ধরার ধূলায়!

মাটির প্রদীপ রয় সে জেগে
নীল গগনে
নয়ন মেলে সন্ধ্যাতারার
নিমন্ত্রণে।
চোখের চাওয়ায় সাঁঝের হাওয়ায়
সুর এলো
কুলায় ফেরা পাখীরা সব
গান পেলো—
মল্লিকাদল গন্ধ-উছল আপন-হারা
আপন মনে—
সন্ধ্যাতারার নিমন্ত্রণে।

সাঁঝের শিশির প্রাণ ভুলিয়ে কয়
মন-মুকুরে ধরেছি চাঁদ—আর সে দূরে নয়!
সাগর হিয়ায় মিলায় নদী
গান গেয়ে
(বলে) চেয়েছি যা' ধন্য আমি
তাই পেয়ে—
স্বপন ভরা নয়ন বলে—দেখা পেলাম
শুভক্ষণে,
সন্ধ্যাতারার নিমন্ত্রণে!

চিত্র-নির্ম্মাণে সহযোগিতার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন
—মেসার্স মোহিনী মিল্‌স্—

মীরা মুখোপাধ্যায়
অ... মুখোপাধ্যায়
১৮/বি ... চন্দ্র ব্যানার্জী
কলিকাতা-৭০০০১০

রূপায়ণে

মলিনা
অলকা
মণিকা
সুহাসিনী
নিরুপমা
শিখা

জহর গাঙ্গুলী
কমল মিত্র
কালী সরকার
অনুপ দাশ

শিবশঙ্কর সেন
ভূপেন চক্রবর্ত্তী
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
পুরু মল্লিক
রূপেন মিত্র
প্রদীপ বাগ

একমাত্র পরিবেশক
ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ১৪

★

এম, পি, প্রোডাকসন্স কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—৵০ আনা